প্রাচীন ভারতঃ আদি-মধ্যযুগ

ড.ত্রিদিবসন্তপা কুণ্ডু

১.১: উদ্দেশ্য

১.২: ভূমিকা

১.৩: আলোচ্যপর্বের ব্যাখ্যা- পরিবর্তনশীল ধাঁচ

১.৪: ইতিহাসচর্চা ও সাম্প্রতিক বিতর্ক

১.৫: আলোচ্য পর্বের ইতিহাসের উপাদানসমূহ

১.৫.১ লেখসমূহ

১.৫.১.১ পূর্বভারত

১.৫.১.২ উত্তরভারত

১.৫.১.৩ মধ্যভারত

১.৫.১.৪ পশ্চিমভারত

১.৫.১.৫ দক্ষিনভারত

১.৫.২ সাহিত্যগত উপাদানসমূহ

১.৫.২.১. ইতিহাসাশ্রয়ী সাহিত্য

১.৫.২.২. পুরাণ সমুহ

১.৫.২.৩. স্মৃতিশাস্ত্র সমুহ

১.৫.২.৪. ব্যবহারিক সাহিত্য

১.৫.২.৫ বিশুদ্ধ সাহিত্য

১.৬: বিষয়সংক্ষেপ

১.৭: নির্বাচিত পাঠ্যতালিকাঃ

১.৮: সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১.১ উদ্দেশ্য

প্রাচীন ভারতঃ আদি-মধ্যযুগ

ড.ত্রিদিবসন্তপা কুণ্ডু

এই পাঠএককটির উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপঃ

১) এর মাধ্যমে ৬৫০-১২০৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে যে মৌলিক পরিবর্তনগুলি আত্মপ্রকাশ করে সেগুলি সম্পর্কে একটি ধারনা গড়ে তোলা।

২) এই সংক্রান্ত ইতিহাসচর্চা এবং সাম্প্রতিক বিতর্ক সম্পর্কে একটি আভাস দেওয়া এবং

৩) আলোচ্য সময়কালের ইতিহাসের মূল উপাদানগুলিকে চিহ্নিত করা ও সেগুলির সঙ্গে পরিচিত হওয়া।

১.২ ভূমিকা

খৃষ্টীয় ৬৫০ থেকে ১২০৬ কালপর্বটিকে ভারতবর্ষের ইতিহাসে আদি-মধ্যযুগ নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানীয় শক্তি প্রাধান্য বিস্তার করে। এই প্রবনতা তুর্কী আক্রমণের সময় পর্যন্ত বিশেষ সক্রিয় থাকে। রাজনৈতিক খণ্ডীকরণ এই যুগের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে পরিগণিত হয়। এর পাশাপাশি বাণিজ্যের অধোগতি, মুদ্রার স্বল্পতা, নগর ও নাগরিকজীবনের অবক্ষয়, ব্যাপকহারে ভূম্যাধিকারের হস্তান্তর, জাতিসমূহের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং সামগ্রিক ভাবে এক ধরনের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব এই কালপর্বের মূল বৈশিষ্ট্য হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ধর্ম ও সাংস্কৃতিক জীবনেও আঞ্চলিক প্রবনতা বিশেষ জোরালো হয়ে ওঠে। এই কালপর্বটির ব্যাখ্যা নিয়ে যদিও ঐতিহাসিক মহলে যথেষ্ট মতভেদ আছে যা এই পাঠ-এককটিতে আলোচনা করা হবে।

প্রাচীন ভারতঃ আদি-মধ্যযুগ

ড.ত্রিদিবসন্তপা কুণ্ডু

১.৩ : আলোচ্যপর্বের ব্যাখ্যা

ঐতিহাসিকদের কাছে একটি অন্যতম বড় সমস্যা হল ইতিহাসের কালনির্ণয়। প্রতিটি দেশের ঐতিহাসিকদেরই কম বেশী এই সমস্যাটির মোকাবিলা করতে হয়। সাধারণত ইতিহাসকে তিনটি মূল কালপর্বে ভাগ করা হয়ে থাকে--- আদি বা প্রাচীন, মধ্য এবং আধুনিক কাল। ভারতের ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রেও এই কালবিভাজনকে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। কালনির্ণয়ের ক্ষেত্রে যে মানদন্ডটির উপর আজকের দিনে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে তাহল একটি নির্দষ্ট কালপর্বের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি উপর। একটি ঐতিহাসিক কাল থেকে পরবর্তী ঐতিহাসিক কালে উত্তোরণের প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত জটিল ও আকর্ষণীয় এবং স্বাভাবিকভাবেই বিতর্কিত। আলোচ্য কালপর্বটির ব্যাখ্যা নিয়েও যথেষ্ট মতভেদ আছে ঐতিহাসিক মহলে। এই কালপর্বটিকে ভারত ইতিহাসে আদি-মধ্য যুগ বলা হয়ে থাকে। আদি-মধ্য যুগ বলতে বুঝায় আদি বা প্রাচীন যুগ থেকে মধ্যযুগে উত্তোরণের পর্যায়টিকে যেখানে পূর্ববর্তী যুগের বৈশিষ্টগুলি যেমন কিছু সক্রিয় ছিল তেমনি আগামী যুগের বৈশিষ্ট্যগুলিও পরিস্ফূট হয়ে ওঠে। অর্থাৎ পরম্পরা এবং পরিবর্তনের শক্তিগুলি সমানভাবে সক্রিয় থাকে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় যার মধ্য দিয়ে একটি নতুন যুগের আগমন ঘটে। এই দৃষ্টিভঙ্গী অপরিবর্তনশীল ভারতীয় সমাজের ধারনাকে নস্যাৎ করে যা পশ্চিমী প্রাচ্যতত্ত্ববিদরা গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন।

আদি বা প্রাচীনযুগ থেকে মধ্যযুগে উত্তোরণকে সাধারনত ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে যার মুখ্য প্রবক্তা হলেন ডি. ডি. কোশাম্বী, আর. এস.

শর্মা, বি. এন. এস. যাদব প্রমূখ। এঁরা আদিমধ্য যুগের মূল বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। সেগুলি হল---

১. রাজনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও খণ্ডীকরণ

এটি ছিল মৌর্যদের কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক কাঠামোর বিপরীত। গুপ্তদের আমলেই ভারতে একটি বিকেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে ওঠে। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানীয় শক্তি প্রাধান্য বিস্তার করে। থানেশ্বর ও কনৌজকে কেন্দ্র করে হর্ষবর্ধন একটি বৃহৎ সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন যা তাঁর মৃত্যুর পরেই ভেঙ্গে যায়। হর্ষের মৃত্যুর পর সারা উত্তর ভারতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানীয় শক্তি গড়ে ওঠে। অষ্টম শতকের মাঝামাঝি থেকে পশ্চিমভারত ও উত্তরভারতের একাংশ নিয়ে গড়ে ওঠে গুর্জর-প্রতিহার সাম্রাজ্য, পূর্বভারত ও উত্তরভারতের অবশিষ্টাংশ নিয়ে গড়ে ওঠে পাল সাম্রাজ্য। একই সময় রাষ্ট্রকূটরা দাক্ষিণাত্য তথা সমগ্র দক্ষিণভারত জুড়ে একটি বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। এই তিন প্রধান শক্তির দ্বন্দ্ব সেযুগের রাজনীতির অন্যতম ঝটিকাকেন্দ্রে পরিনত হয়। এই তিন প্রধান শক্তি আবার তাদের অধীনস্ত সামন্ত রাজাদের উপর নির্ভরশীল ছিল। প্রভুশক্তি দুর্বল হয়ে পড়লে তারা স্বাধীনতা ঘোষণা করতে বা আনুগত্য বদল করতে বিলম্ব করত না। এই সামন্ত বা মহাসামন্তরা প্রায় স্বাধীন শাসক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। সার্বভৌম ক্ষমতার ক্রমবর্ধমান বিভাজন এই যুগের রাজনীতির প্রধানতম বৈশিষ্টে পরিণত হয়।

২. ব্যাপকহারে ভূম্যাধিকারের হস্তান্তর এবং একটি ভূম্যাধিকারী শ্রেণীর উত্থান

ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণদের এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠাগুলিকে ভূমিদান বহু আগে থেকেই ভারতে চালু ছিল। কিন্তু গুপ্তোত্তর যুগে সেই প্রথা ব্যাপকহারে চালু হয়। শুধু ধর্মীয়

উদ্দেশ্যে নয়, ধর্মনিরপেক্ষ উদ্দেশ্যেও ব্যাপকহারে ভূম্যাধিকারের হস্তান্তর ঘটতে থাকে। শুধু তাই নয় ভূমিদানের সঙ্গে সঙ্গে ঐ ভূমিতে কিছু প্রশাসনিক ক্ষমতারও হস্তান্তর ঘটতে থাকে। এবং এর মধ্য দিয়ে একটি সম্পন্ন ও শক্তিশালী ভূম্যাধিকারী শ্রেণীর উত্থান।

৩. বাণিজ্যের অধোগতি, মুদ্রার স্বল্পতা, নগর ও নাগরিকজীবনের অবক্ষয়

ইন্দো-রোম বাণিজ্যের অবসানের পর ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে ভাঁটা পড়ে। গুপ্তোত্তর যুগে মুদ্রার স্বল্পতা দূরপাল্লার সামুদ্রিক বাণিজ্যের পতনের ইঙ্গিত বহন করে। ব্যবসা-বাণিজ্যের পতনের ফলে নগরগুলির পতন ঘটে এবং সামগ্রিকভাবে নাগরিকজীবনের অবক্ষয় ঘটে।

৪. কৃষকদের স্বাধীনতালোপ ও তাদের উপর শোষণের মাত্রা বৃদ্ধি

আলোচ্য কালপর্বের বেশকিছু ভূমিদান লেখ থেকে অনুমান করা যায় যে ভূম্যাধিকার হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের ও হস্তান্তরিত করা হত। ভূম্যাধিকারীরা কৃষকদের জমির সঙ্গে আবদ্ধ রাখতে বিশেষ সচেষ্ট হয়। কৃষকদের স্বাধীনতা খর্বিত হয় এবং তারা ক্রমশ আবদ্ধ কৃষকে পরিণত হয়। ফলে গ্রামাঞ্চলে একধরণের নিবিড় ও বদ্ধ অর্থনীতির সূচনা হয়। পাশাপাশি কৃষকদের উপর শোষণের মাত্রাও বৃদ্ধি পায়।

৫. জাতির বিস্তার

আলোচ্য কালপর্বের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল জাতির বিস্তার। জাতি বিস্তারের পদ্ধতি উল্লেখযোগ্যভাবে শুরু হয়েছিল ব্রাহ্মণদের মধ্য থেকেই। বৈদিক শিক্ষারীতির পাশাপাশি গোত্র, প্রবর, গ্রাম পরিচিতি প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে ব্রাহ্মণরা বহু সংখ্যক জাতি, উপজাতিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ে রাজপুত নামক

জাতির উথানের ফলে জাতির বিস্তার ঘটেছিল। এই যুগে শূদ্রদের সংখ্যাধিক্য ঘটে। তৎকালীন স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে এর প্রমান মেলে।আর্যীকরণের ফলে বহু উপজাতিয় জনগোষ্ঠী শূদ্র হিসাবে ব্রাহ্মণ্য সমাজে প্রবেশ করে। এছাড়াও বহু পেশাদার কারিগর গোষ্ঠী জাতিতে রূপান্তরিত হয়। বৈশ্যদের সঙ্গে শূদ্রদের পার্থক্যও বহুলাংশে কমে আসে।

৬. ধর্ম ও সাংস্কৃতিক জীবনে আঞ্চলিক প্রবনতা বৃদ্ধি

ধর্ম ও সাংস্কৃতিক জীবনেও আঞ্চলিক প্রবনতা এসময় বিশেষ জোরালো হয়ে ওঠে। ধর্মের ক্ষেত্রে ভক্তিবাদ বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যার অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনা ছিল দেবতার কাছে ভক্তের সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। ভূস্বামীদের উপর কৃষক সম্প্রদায়ের নির্ভরতার সঙ্গে ভক্তিদর্শনের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শৈলীতে আঞ্চলিকতা বিশেষ প্রভাবশালী হয়ে ওঠে।

উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গী (ভারতীয় সামন্ততন্ত্র) অনুযায়ী এই বৈশিষ্টগুলি ছিল সামন্ততান্ত্রিক লক্ষণযুক্ত এবং পূর্ববর্তীযুগের থেকে চরিত্রগতভাবে পৃথক। তবে এই দৃষ্টিভঙ্গীটি সমালোচনার উর্দ্ধে নয়। এনিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে যা আমরা আলোচনা করব পরবর্তী আংশে।

১.৪: ইতিহাসচর্চা ও সাম্প্রতিক বিতর্ক

আলোচ্য কালপর্বটি ভারতীয় ইতিহাসচর্চায় একটি অত্যন্ত বিতর্কিত বিষয় হিসাবে স্বীকৃত। এই বিতর্ক কেন্দ্রীভূত হয়েছে সামন্ততন্ত্রের ধারণা এবং ভারতীয় ইতিহাসে তার প্রয়োগকে কেন্দ্র করে। স্বাধীনোত্তর ভারতে মার্কসীয় ইতিহাস চিন্তার প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সামন্ততন্ত্রের ধারণাটি প্রাক্-ঔপনিবেশিক ভারতের চরিত্রায়নে বিশেষ প্রভাবশালী

হয়ে ওঠে। মার্কসের Asiatic Mode of Production – এর ধারণাটি মার্কসবাদে আস্থাশীল ভারতীয় ঐতিহাসিকদের বিশেষ সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তাঁরা এর বদলে সামন্ততন্ত্রের ধারণাটি উপর আস্থা স্থাপন করেন। ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে যে ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের যথেষ্ট পার্থক্য ছিল এবিষয়ে তাঁরা সচেতন ছিলেন। এই বিতর্কের সূচনা করেন প্রকৃতপক্ষে ডি. ডি. কোশাম্বী। পরবর্তীকালে তাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যান আর. এস. শর্মা, বি. এন. এস. যাদব, ডি. এন. ঝা প্রমূখ।

ডি. ডি. কোশাম্বী মার্কসের Asiatic Mode of Production – এর ধারণাটিকে ভারতের ক্ষেত্রে বাতিল করেন। তিনি মনে করেন যে ভারতে সামন্ততন্ত্র প্রচলিত ছিল, যদিও তিনি এব্যাপারে সচেতন ছিলেন যে মধ্যযুগীয় ভারতীয় সমাজ ইউরোপের থাকে আলাদা ছিল। ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে অনেকগুলিই ভারতে দেখা যায় না (যেমন ম্যানর ব্যবস্থা, ভূমিদাস প্রথা ইত্যাদি)। তবে তাঁর মতে এগুলি না থাকার অন্যতম কারন ছিল পুর্ববর্তীযুগে দাস উৎপাদন ব্যবস্থার অনুপস্থিতি। কোশাম্বী একটি দ্বি স্তরবিশিষ্ট ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের ধারনা উপস্থাপিত করেন, '---feudalism from above' এবং 'feudalism from below'. তাঁর ভাষায়ঃ

> 'Feudalism from above means a state wherein an emperor or powerful king levied tribute from subordinate who still ruled in their own right and did what they liked within their own territories --- as long as they paid the paramount ruler.... By feudalism from below it meant the next stage where a class of land-owners developed within the village, between the state and the peasantry, gradually to wield armed power over the local population. This class was subject to service, hence

claimed a direct relationship with the state power, without the intervention of any other stratum.'

কোশাম্বীর উপস্থাপিত ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের ধারনাটিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যান আর. এস. শর্মা যিনি ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের উপর বিস্তৃত আলোচনা করেন তাঁর *Indian Feudalism* (1965) গ্রন্থে এবং একাধিক প্রবন্ধে। প্রথমদিকে তিনি Henri Pirenne-এর দ্বারা বিশেষভাবে প্রবাবিত হন এবং কিছুটা তাঁর আদলে ভারতে সামন্ততন্ত্রের আগমন ও তার বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে গুপ্তোত্তর যুগ থেকে ভারতে দূরপাল্লার বৈদেশিক বাণিজ্যের লক্ষ্যনীয় অবনমন ঘটে যার ইঙ্গিত মেলে স্বর্ণমূদ্রার ক্রমবর্ধমান অপ্রতুলতা থেকে। এর সঙ্গে তালমিলিয়ে নগরায়নেরও অবক্ষয় ঘটে। এর পাশাপাশি ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ উদ্দেশ্যে ভূমিদানের প্রবনতা বিপুল পরিমানে বৃদ্ধি পায় যার মধ্য দিয়ে একটি ভূম্যাধিকারী শ্রেণীর উত্থান ঘটে যা কৃষক সম্প্রদায়ের স্বাধীনতা হরণ করে তাদের ক্রমশঃ আবদ্ধ কৃষকে পরিণত করে। এর মধ্য দিয়ে ভারতে একটি সামন্ততান্ত্রিক ধাঁচের আর্থ-সামাজিক কাঠামো আত্মপ্রকাশ করে।

আর. এস. শর্মা উত্থাপিত ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের এই ধারণাটি ১৯৬৫ পরবর্তীকালে ভারতীয় ইতিহাসচর্চাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। বেশ কিছু গবেষক এই তত্ত্বটিকে সমর্থন জানান তাঁদের গবেষণার মধ্য দিয়ে যাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বি. এন. এস. যাদব এবং ডি. এন. ঝা। দক্ষিণভারতীয় ইতিহাসচর্চাতেও এর প্রভাব পড়ে। এম. জি. এস. নারায়নন, এন. কারশিমা প্রমূখ এই তত্ত্বের সমর্থনে এসে দাঁড়ান। অন্যদিকে এই তত্ত্বটি সমালোচিতও হয় একদল বিদগ্ধ ঐতিহাসিকের দ্বারা যাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ডি. সি. সরকার। এই বিতর্কটিকে কেন্দ্র করে ভারতীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতাদর্শগত বিভাজনও সামনে চলে আসে। ডি. ডি. কোশাম্বী, আর. এস. শর্মা, বি. এন. এস. যাদব এবং ডি. এন. ঝা ছিলেন মার্কসবাদে আস্থাশীল ঐতিহাসিক। ডি. সি. সরকারের অবস্থান

ছিল একেবারে অন্যদিকে। তবে যেটি বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয় তাহল ভারতীয় মার্কসবাদী ঐতিহাসিকরাও ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের প্রশ্নে সম্পূর্ণ ঐক্যমত ছিলেন না। ঊনিশো ষাট-সত্তরের দশকে সামন্ততন্ত্র বিতর্কটি একটি আন্তর্জাতিক মাত্রা লাভ করে। ভারতীয় ইতিহাসচর্চাতেও তার প্রভাব এসে পড়ে। মরিস ডবের গবেষণা ভারতীয় মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের প্রভাবিত করে। ডব Henri Pirenne-এর বাণিজ্য এবং সামন্ততন্ত্রের বৈপরীত্যের ধারনাটিকে সমালোচনা করেন এবং এঙ্গেলসকে অনুসরণ করে মনে করিয়ে দেন যে পূর্ব ইউরোপে বাণিজ্যের পুণরার্বিভাব সেখানে সামন্ততন্ত্রের পূণর্জন্ম ঘটিয়েছিল, যাকে এঙ্গেলস 'second serfdom' আখ্যা দিয়েছিলেন। তিনি দেখান যে পশ্চিম ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের পতন ঘটে বাণিজ্যের পুণরার্বিভাবের জন্য নয়, বরং সামন্ততন্ত্রের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দের কারনেই। ডব প্রথাগত মার্কসীয় ইতিহাসচর্চার ঘরাণায় সামন্ততন্ত্রকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। আন্যদিকে ফ্রান্সে ইতিহাসচর্চার এক নতুন ঘরাণা গড়ে ওঠে, নতুন নতুন ধারনা ও প্রশ্নকে সামনে নিয়ে আসে যার প্রভাবও ভারতীয় ইতিহাসচর্চায় এসে পড়ে।

১৯৭৯ সালে ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের মধ্যযুগীয় ভারত বিভাগে সভাপতির ভাষণে হরবন্স মুখিয়া ভারতীয় সামন্ততন্ত্র সংক্রান্ত বিতর্কটিকে একটি নতুন মাত্রা দেন। "Was There Feudalism in Indian History?" নামাঙ্কিত ভাষণে তিনি ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের ধারণাটি সম্পর্কে একগুচ্ছ প্রশ্ন তোলেন--- তত্ত্বগত এবং তথ্যগত দিক থেকে। তিনি বলেন যে সামন্ততন্ত্রের কোন একটি সর্বজনস্বীকৃত সংজ্ঞা নাই। কারণ সামন্ততন্ত্র কোন একটি সার্বজনীন বিশ্বব্যবস্থা নয়। বস্তুতপক্ষে পুজিবাদই হল সর্বপ্রথম একটি বিশ্বব্যবস্থা। সুতরাং সব প্রাক্-পুজিবাদী সমাজকেই সামন্ততন্ত্রের স্তরটি পেরিয়ে আসতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই (মার্কস নিজেই সেকারনে প্রাক্-পুজিবাদী এশিয় সমাজের জন্য Asiatic Mode of Production-এর ধারণা গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন)। মুখিয়া সামন্ততন্ত্র

বলতে বুঝেছেন, 'the structured dependence of entire peasantry on the lords.' ঐধরণের ব্যবস্থা পশ্চিম ইউরোপে পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক থেকে পঞ্চদশ শতকের মধ্যে প্রচলিত ছিল। পূর্ব ইউরোপে সামন্ততন্ত্র একটি ধ্রুপদি রূপ ধারণ করে ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে এবং সম্ভবতঃ জাপানে তোকুগাওয়া শাসন কালে।

মুখিয়া আর ও বলেল যে এমনকি ইউরোপেও সামন্ততন্ত্রের উত্থান ও পতনে দূরপাল্লার বাণিজ্যের ভূমিকা পরিষ্কার নয়। বস্তুতপক্ষে, ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে বাণিজ্যের ভূমিকা বিভিন্ন প্রকার ছিল। পশ্চিম ইউরোপে তা সামন্ততান্ত্রিক বন্ধনকে শিথিল করলেও পূর্ব ইউরোপে তা সামন্ততন্ত্রকে নবজীবন দান করে। তিনি আর ও বলেন যে এই সময়কালে ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য পতন ঘটেছিল এমনটা নিশ্চয়তার সঙ্গে বলা যায় না। দ্বিতীয়তঃ ইউরোপে যেখানে সামন্ততন্ত্রের উত্থান ও পতন ঘটেছিল সমাজের নীচের তলা থেকে, ভারতে সেখানে সামন্ততন্ত্রের উত্থানকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে উপর তলা থেকে ভূমিদানের মাধ্যমে। মুখিয়ার মতে এটা গ্রহণ করা শক্ত যে এধরণের একটি জটিল সামাজিক কাঠেমো কেবলমাত্র প্রশাসনিক ও আইনি পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তৃতীয়তঃ মুখিয়ার মতে সামন্ততন্ত্রের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হল সামন্তপ্রভূদের উপর কৃষক সম্প্রদায়ের নির্ভরশীলতা। ভারতের ক্ষেত্রে এটি প্রমান করার মত যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমান নাই। তিনি আরও মনে করেন যে কৃষক সম্প্রদায়ের উপর শোষণের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে। কিন্তু কৃষকদের উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সামন্তপ্রভূরা নিয়ন্ত্রন করত এমন প্রমান নাই। জোরপূর্বক শ্রমদানের রীতি ভারতে কম বেশী চালু থাকলেও তা ছিল মূলতঃ শাসকশ্রেণীর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতার প্রকাশ, --- উৎপাদন প্রক্রিয়ার অঙ্গ ছিল না। তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, 'primarily free peasant form of agricultural production gradually evolving from post-Mauryan times, thus characterized the agrarian economy of ancient and

medieval India.' অর্থাৎ তাঁর বিশ্লেষণে মুক্ত কৃষক নিয়ন্ত্রিত কৃষি উৎপাদনই ছিল প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতের কৃষি অর্থনীতির মূল বৈশিষ্ট্য। এই ধরণের উৎপাদন ব্যবস্থায় সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় কখন ও দানা বাঁধতে পারে না। আর এক মার্কসবাদী ঐতিহাসিক ইরফান হাবিবও ভারত ইতিহাসে সামন্ততন্ত্র এবং Asiatic Mode of Production-এর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাঁর "Problems of Marxist Historical Analysis" প্রবন্ধে।

ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের ধারণার ক্রমবর্ধমান সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আর. এস. শর্মা এগিয়ে আসেন ধারণাটির সপক্ষে নতুন করে সওয়াল করতে। "How Feudal was Indian Feudalism" শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি তাঁর পূর্ব অবস্থান কিছুটা পরিবর্তন করে ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের ধারণাটির ভিত্তিটিকে আরও মজবুত করতে উদ্যোগী হন। ভারতে সামন্ততন্ত্রের সামাজিক ভিত্তিটিকে চিহ্নিত করতে গিয়ে তিনি সেযুগের পুরাণগুলিতে উল্লিখিত কলিযুগের ধারণাটিকে উত্থাপন করেন যা ছিল একটি সর্বাত্মক সামাজিক সংকটের কাল। সেই সংকটের মোকাবিলা করতে গিয়েই ভারতীয় রাজন্যবর্গ একটি সহযোগী ভূম্যাধিকারী শ্রেণীর সৃষ্টি করেন যারা আঞ্চলিক স্তরে সামাজিক অসন্তোষগুলিকে দমন করতে পারবে। অর্থাৎ তিনি ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের উত্থানের মূল কারনটিকে তৎকালীন ভারতীয় সমাজের অন্তর্নিহিত সংকটের উপর প্রতিস্থাপিত করেন। পরবর্তীকালে তিনি সামন্ততন্ত্রের মতদর্শগত ও সাংস্কৃতিক উপাদানগুলিকে সামনে নিয়ে আসেন যা ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের ধারণাটিকে প্রসারতা দান করে। এই দিকটি নিয়ে বেশ কিছু ঐতিহাসিক গবেষণা শুরু করেন যার প্রতিফলন ঘটে ডি. এন. ঝা সম্পাদিত *The Feudal Order: State, Society and Ideology in Early Medieval India* (1987,

2000) গ্রন্থে। ভক্তি ধর্মের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি, আঞ্চলিক সংস্কৃতি ও ভাষার উত্থানের সঙ্গে ভারতে সামন্ততন্ত্রের যোগসূত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়।

ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের ধারণাটিকে সংশোধিত করার প্রচেষ্টা নেওয়া হলেও ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে সামন্ততন্ত্রের সম্পর্কটি নিয়ে বিতর্ক থাকেই যায়। ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের ধারণাটি একটি ভিত্তি হল দূরপাল্লার বৈদেশিক বাণিজ্যের অবসান (যার প্রতিফলন ঘটে মুদ্রার স্বল্পতায়) এবং সেই সঙ্গে নগরায়নের অবক্ষয়। ঐতিহাসিক বি. ডি. চট্টোপাধ্যায় ঐ ধারণার তীব্র সমালোচনা করেন এবং দেখান যে আলোচ্য কালপর্বে ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যে ধ্বংস হয়ে যায়নি। বরং বিভিন্ন অঞ্চলে ঐ সময়কালে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে এবং সেই সঙ্গে নগরায়ণেরও বিস্তার ঘটে। সাম্প্রতিক কালে ঐতিহাসিক রণবীর চক্রবর্তী ও আলোচ্য সময়কালে ভারতে সমৃদ্ধ বাণিজ্যের ছবি হাজির করেছেন। এই বিতর্কটির সঙ্গে আর একটি বিষয় প্রাসঙ্গিকভাবে জড়িয়ে আছে তা হল মুদ্রার স্বল্পতার ধারণা যাকে দূরপাল্লার বৈদেশিক বাণিজ্যের অবসানের প্রমান হিসাবে তুলে ধরা হয়ে থাকে। ঐতিহাসিক বি. ডি. চট্টোপাধ্যায়, বি. এন. মুখার্জী প্রমূখের দ্বারা এই ধারণাটি সমালোচিত হয়েছে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে সোনা, রূপা এবং তামাই মধ্যযুগে বিনিময়ের একমাত্র মাধ্যম ছিল না। মধ্যযুগীয় ইউরোপের পরিপ্রেক্ষিতে মার্ক ব্লখ দেখিয়েছেন যে প্রায় যেকোন দ্রব্যই বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কাজ করতে পারে, তা একটি বিশেষ মশলা হতে পারে বা একটি নির্দিষ্ট মানের কাপড়ের টুকরো ও হতে পারে। ভারতের ক্ষেত্রে কড়ি সেধরনের একটি বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। কড়ির মাধ্যমে যে বড় আকারের বাণিজ্য ও চলত তার প্রমান ভারতে মেলে। সুতরাং সোনা বা রূপার মুদ্রার স্বল্পতা ব্যবসা-বাণিজ্যের অবসানের চূড়ান্ত প্রমান হতে পারে না।

১.৫ আলোচ্য পর্বের ইতিহাসের উপাদানসমূহ

প্রাচীন ভারতঃ আদি-মধ্যযুগ

ড.ত্রিদিবসন্তপা কুণ্ডু

১.৫.১ লেখসমূহ

১.৫.১.১ পূর্বভারত

পালরাজাদের মধ্যে ধর্মপালের বোধগয়া প্রস্তরলেখ এবং খালিমপুর ও নালন্দা তাম্রশাসন; দেবপালের মুঙ্গের ও নালন্দা তাম্রশাসন; নারায়নপালের ভাগলপুর তাম্রশাসন এবং এছাড়াও পালরাজাদের বাণগড়, মানাহলি, ইর্দা ও কামৌলি তাম্রশাসন, বর্মনদের সমন্তসর ও বেলাব তাম্রশাসন, সেনরাজাদের নৈহাটি, রাজাবাড়ি, মাধাইনগর ও ইদিলপুর তাম্রশাসন এবং তৎসহ দেওপাড়া প্রস্তরলেখ, সমতট ও বঙ্গের দেবগণের চট্টগ্রাম, মেহার ও আদাবাড়ি তাম্রশাসন প্রভৃতি থেকে আলোচ্য সময়কালে বঙ্গ-বিহার অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়।

কামরূপের হর্জরর্মার তেজপুর প্রস্তর লেখ ও হায়িঙ্গথাল তাম্রশাসন, বনমালের তেজপুর ও পার্বতীয়া তাম্রশাসন এবং বলবর্মার নওগাঁ ও হাওরাঘাট শাসনসমূহ, রত্নপাল ও বল্লভদেবের তাম্রশাসন থেকে অসম অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়।

উড়িষ্যা অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া মেলেধর্মমহাদেবীর অঙ্গুল তালতলি শাসন, ত্রিভুবনদেবী ও পৃথ্বীদেবীর বৌধ শাসনসমূহ, দণ্ডীমহাদেবীর তালতলি শাসনসমূহ, উদয়বরাহদেবের বোনাই শাসনসমূহ, উদ্দ্যোতকেশরীর ব্রহ্মেশ্বর মন্দিরলেখ, শুভাকরের খড়িপাড়া মূর্তিলেখ ও তেরুন্দিয়া প্রভৃতি শাসনসমূহ থেকে।

১.৫.১.২ উত্তরভারত

উত্তরভারতীয় রাজবংশগুলির প্রধান লেখগুলি হল কনৌজের রাষ্ট্রকূটদের এলোরা, সমানগড়, অন্দ্রোলি-ছারোলি, অলস, ভণ্ডক, ভোর, দৌলতবাদ, শিশাবই, ওয়ানি

দিন্দোরি, রাধনপুর, ববোদা, লোহরা, সুরাট, নবসারি ক্যাম্বে, দেওলি, জুরা প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত লেখসমূহ

১.৫.১.৩ মধ্যভারত

মধ্যভারতে চন্দেল্যদের দেওগড় ও অজয়গড় পর্বতলেখ, খাজুরাহো, মাউ, বাঘারি ও কালঞ্জর প্রস্তরলেখ এবং নান্যাউরা, আউগাসি, সেমরা, চারখরি প্রভৃতি তাম্রশাসন; কলচুরিদের কাসিয়া, বিলহরি, কোনি, রেওয়া, করণএল, রত্নপুর, রাজিম ও খারোদ প্রস্তরলেখ এবং তৎসহ কাহ্লা, বারাণসী, গোহারওয়া, খাইরহা, রেওয়া ও আমোদা তাম্রশাসন; পারমারদের পানহেরা, উদেপুর, নাগপুর, বসন্তগড়জালোর এবং কিরাড়ু তাম্রশাসন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

১.৫.১.৪ পশ্চিমভারত

প্রতিহাররাজ ভোজের গোয়ালিয়র থেকে প্রাপ্ত দুটি লেখ এবং তৎসহ দৌলতপুর ও বারা তাম্রশাসন, মহীপালের আসনি লেখ,মহেন্দ্রপালের প্রতাপগড় লেখ, বিজয়পালের রাজোরগড় লেখ এবং তাঁদের সামন্তবর্গের লেখসমূহ।র

১.৫.১.৫ দক্ষিনভারত

পূর্বী চালুক্যবংশীয় রাজাদের মধ্যে বিষ্ণুবর্মনের পৃথিবীপল্লব পট্টন লেখ, বিজয়াদিত্যের মাসুলিপতম ও গুন্টুর শাসনসমূহ, চালুক্য ভীমের অত্তলি, বেজওয়াদা, অনকপল্লে ও অদক্কি লেখসমূহ, প্রথম অম্মের চেবুরু ও পলিবরু লেখসমূহ, দ্বিতীয় অম্মের মাসুলিপতম, নন্দীগ্রাম, মলয়পূণ্ডি, কালুচম্বরু, অনাপর্তি এবং বেমলূরপাড়ু শাসনসমুহ এবং তৎসহ

বাদপের অরুম্বক শাসনসমূহ; সোমবংশীয় মহাশিবগুপ্তের মল্লার, লোধিয়া ও বোলাঙ্গির শাসনসমূহ; অলমন্দ, তেক্কলি, মান্দাস, চিদিবলস, গলাবল্লি, নরসপতম, বিশাখাপতম, নাগরি, পালমগরা এবং সিংহপুর থেকে প্রাপ্ত পূর্বী গঙ্গ ও পূর্বী কদম্বদের প্রত্নলেখ ও তাম্রশাসনসমূহ, কিছু পরবর্তী পূর্বী চালুক্যবংশীরাজা বিজয়াদিত্যের রায়ালি শাসন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

এছাড়াও কল্যানের চালুক্যদের উল্লেখযোগ্য লেখগুলি হল দ্বিতীয় তৈলের সোগাল, সৌন্দত্তি ও নিলগুন্দ লেখ, পঞ্চম বিক্রমাদিত্যের কৌঠেম দানলেখ, দ্বিতীয় জয়সিংহের মিরাজ তাম্রশাসন

পল্লব নৃপতুঙ্গবর্মার নারট্টামলই, বাহূর, তিড়ুবালঙ্গাড়ু, কোবিলাড়ি, তিরুমুক্কুড়ল, গুড়িমল্লম লেখ ও শাসনসমূহ;

পাণ্ড্য নেড়ুঞ্জড়ইয়ানের আনইমলই, বেলবিকুড়ি ও মাদ্রাজ জাদুঘর লেখ ও শাসনাবলী, মারণ সড়ইয়নের মালুর, তিরুচিনাপল্লী, তিল্লাইস্থানম, সেন্দালই লেখসমূহ, শ্রীমার শ্রীবল্লভের সিত্তন্নবাসল ও অবনিপশেখরমঙ্গলম লেখদ্বয়, বরগুনের অইবরমলই এবং তিরুবেন্দুর লেখদ্বয়, তৃতীয় রাজসিংহের সিল্লিমানুর শাসন ও বীরপাণ্ড্যের তিরুপ্পুড়িমরুদুর, সূচীন্দ্রম, কিঢ়মাত্তুর ও অম্বাসমুদ্রম লেখমালা; গঙ্গ শ্রীপুরুষের জাবালি, ইসলামপুর, হোসুর এবং দেবরহল্লি শাসনসমূহ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চোলরাজাদের লেখের সংখ্যা শতাধিক। চোলরাজ কেশরিবর্মার তিরুক্কলু কুনরম, তক্কোলম, তিরুপলনম, উড়ইয়াবগুদি লেখসমূহ, প্রথম পরন্তকের তোগুইমান, তিরুবোরিয়ুর, কিলমত্তুগুর, উত্তরমল্লুর, সোলাংখুর প্রভৃতি লেখ। চোলরাজ প্রথম রাজরাজের লাইডেন দানলেখ, তিরুবেঙ্কাড়ু, মাদুরান্তকম্, তাঞ্জোর, তিরুবলঞ্জুলি প্রভৃতি

লেখসমুহ; প্রথম রাজেন্দ্রের বিখ্যাত তিরুবালঙ্গাড়ু শাসনাবলী, প্রথম রাজাধিরাজের ব্রহ্মদেশম, মিন্দিগল, ত্রিভুবণী লেখসমুহ; দ্বিতীয় রাজেন্দ্রের তিরুমল্লাদি, কানাদারা-কোয়াল ও এরিয়ানা লেখ তিনটি এবং এছাড়াও পরবর্তী চোলরাজাদের লেখগুলি এই পর্বের ইতিহাসচর্চার অন্যতম উপাদান হিসাবে স্বীকৃত।

১.৫.২ সাহিত্যগত উপাদানসমূহ

১.৫.২.১. ইতিহাসাশ্রয়ী সাহিত্যগত উপাদান

জিনসেনের হরিবংশপুরাণ, জয়সিংহের কুমারপালচরিত, মেরুতুঙ্গের প্রবন্ধচিন্তামণি, প্রভাচন্দ্রের প্রভাবচরিত, হেমচন্দ্রের দ্ব্যাশ্রয়কাব্য, রাজশেখরের প্রবন্ধকোশ, ধনপালের পাইয়লচ্ছি, নয়চন্দ্র সূরির হম্মীরমহাকাব্য, জয়নাকের পৃথ্বীরাজবিজয়, কৃষ্ণমিশ্রের প্রাবোধচন্দ্রোদয়, ক্ষেমেন্দ্রের ঔচিত্যবিচার, পদ্মগুপ্তের নবসাহংসচরিত, সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত, লামা তারানাথের ইতিহাস, সোঢ়লের উদয়সুন্দরীকথা, কলহনের রাজতরঙ্গিনী, বিলহনের বিক্রমাঙ্কচরিত, হেমচন্দ্রের কুমারপালচরিত, প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১.৫.২.২. পুরাণ সমুহ

পুরাণগুলির মধ্যে বৃহদ্ধর্মপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, ভাগবতপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, গরুড় পুরাণ, কূর্ম পুরাণ, পদ্মপুরাণ, বরাহপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, বিষ্ণুধর্মোত্তপুরাণ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১.৫.২.৩. স্মৃতিশাস্ত্র সমুহ

সামাজিক ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আকরগ্রন্থগুলি হল ধর্মশাস্ত্র বা স্মৃতিশাস্ত্রগুলি। এই কালপর্বের উল্লেখযোগ্য রচনাগুলির মধ্যে অনিরুদ্ধের হারলতা ও পিতৃদয়িতা, মেধাতিথির মনুভাষ্য, অপরার্কের যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির ভাষ্য, বল্লাল সেনের দানসাগর,

ভবদেব ভট্টের প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ, গোবিন্দরাজকৃত মনুস্মৃতির টীকা, হলায়ুধের ব্রাহ্মণসর্বস্ব, জীমূতবাহনের দায়ভাগ প্রভৃতি।

১.৫.২.৪. ব্যবহারিক সাহিত্য

ব্যবহারিক সাহিত্যের মধ্যে এযুগে রচিত অভিধানসমুহের উল্লেখ করা যায়। ভোজের নামমালিকা, ধনঞ্জয়ের নামমালা, হেমচন্দ্রের অভিধানচিন্তামণি, যাদবপ্রকাশের বৈজয়ন্তী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ব্যাকরণ গ্রন্থসমূহের মধ্যে অনুভূতি স্বরূপাচার্যের সারস্বত ব্যাকরণ, হেমচন্দ্রের ধাতুপাঠ ও সিদ্ধহেম-শব্দানুশাসন, বোপদেবের মুগ্ধাবোধ ও কবিকল্পদ্রুম, লক্ষীধরের ষড়ভাষাচন্দ্রিকা উল্লেখযোগ্য। জ্যোর্তিবিদ্যা, জ্যোতিষ এবং গণিতের উপর এযুগে রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল বল্লালসেনের অদ্ভুতসাগর, ভাস্করাচার্যের সিদ্ধান্তশিরোমণি ও গোলাধ্যায়, শতানন্দের ভাস্বতী ও শ্রীধরের গণিতসার। চিকিৎসাবিদ্যার উপর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল চক্রপাণিদত্তের চিকিৎসাসারসংগ্রহ এবং পালকাপ্যের হস্ত্যায়ুর্বেদ।

১.৫.২.৫ বিশুদ্ধ সাহিত্য

বিশুদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে অমিতগতির সুভাষিতরত্নসন্দোহ, জল্হনের শুক্তিরত্নাবলী, শ্রীধরদাসের সদুক্তিকর্ণামৃত, বল্লভদেবের সুভাষিতাবলী, পূর্ণভদ্রের পঞ্চাখ্যান ও সোমদেবের কথাসরিতসাগর প্রভৃতি রচনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।এছাড়াও অন্যান্য রচনার মধ্যে ভোজের রামায়নচম্পু, অজয়দেবের গদ্যচিন্তামণি, বিল্হনের চৌরপঞ্চাশিকা ও কর্ণসুন্দরী, ধোয়ীর পবনদূত, গোবর্ধনের আর্যাসপ্তশতী, জয়দেবের গীতগোবিন্দ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১.৬ বিষয়সংক্ষেপ

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা বলা যায় যে আলোচ্য সময়কালটি যাকে সাধারণত আদি-মধ্যযুগ বলা হয়ে থাকে, ভারতের ইতিহাসচর্চার ইতিহাসে সেটি একটি অত্যন্ত বিতর্কিত অধ্যায় হিসাবে স্বীকৃত। এই সময়কালটিকে সচরাচর ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে ব্যখ্যা করার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। যদিও সামন্ততন্ত্রের ঐ তাত্ত্বিক কাঠামোটি সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন বহু ঐতিহাসিক,--- তত্ত্বগত এবং তথ্যগত দিক থেকে। এই তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের ধারণাটি এবং আদি-মধ্যযুগীয় ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে একটি বিশ্লেষণমুখী দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠেছে যা ভারতীয় ইতিহাসচর্চাকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে।

১.৭ নির্বাচিত পাঠ্যতালিকাঃ

Chakravarti, Ranabir, *Trade and Traders in Early Indian Society*, New Delhi, 2002.

Chattopadhyay, B.D, *The Making of Early Medieval India*, New Delhi, OUP, 1988.

Habib, Irfan, ""Problems of Marxist Historical Analysis", *Enquiry*, Vol.VIII, No. 2, 1969.

Jha, D.N (ed.), *The Feudal Order: State, Society and Ideology in Early Medieval India*, New Delhi, 2000.

Kossambi, D.D, *An Introduction to the Study of Indian History*, Bombay, Popular Prakashan, 1956.

Mukhia, Harbans, *The Feudalism Debate*, New Delhi, 1999.

Sharma, R.S, *Indian Feudalism*, Calcutta, 1965 and New Delhi, Macmillan, 1980.

______, “How Feudal Was Indian Feudalism”, *The Journal of Peasant Studies,* Vol. 12, No. 2-3, 1985.

______, *Early Medieval Indian Society: A Study in Feudalisation*, Calcutta, Orient Longman, 2001.

ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ, *প্রাচীন ভারতীয় সমাজ,* কলকাতা, ২০০১

শর্মা, রামশরণ, *আদি মধ্যজুগের ভারতীয় সমাজঃ সামন্ত-প্রক্রিয়া বিষয়ে এক সমীক্ষা,* কলকাতা, ২০০৩

চক্রবর্তী, রণবীর, *প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে,* কলকাতা, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ ।

১.৮: সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

- আদি-মধ্যযুগীয় ভারতীয় সমাজের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে আলোচনা কর।
- ভারতীয় সামন্ততন্ত্র সংক্রান্ত বিতর্কটি পর্যালোচনা কর।

Tridib Santapa Kundu

Sr.Lecturer in History

প্রাচীন ভারতঃ আদি-মধ্যযুগ
ড.ত্রিদিবসন্তপা কুণ্ডু
B.B College, Asansol